প্রথম আলো

তারিখ 07 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

জেএসসি পরীক্ষার্থীদেরও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হচ্ছে!

মুসা আহমেদ

রাজধানীর বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদেরও নিয়ম ভেঙে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরীক্ষার জন্য আলাদা ফিও নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানতে চাইলে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ নেই। যদি এই পরীক্ষা ও পরীক্ষার নামে ফি নিয়ে থাকে, তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোস্তফা কামাল *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, জেএসসি পরীক্ষার পর বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া যাবে না, তা আইনে বলা নেই। নবম শ্রেণির রোল নম্বর ঠিক রাখতে এই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।

গত ১ থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়

> “অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ নেই”
>
> **মাহাবুবুর রহমান**
> ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান

আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষা শুরুর আগেই বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে হয়। ছয়টি পরীক্ষা হওয়ার পর অভিভাবকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করলে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়। জেএসসি পরীক্ষা শেষে এখন আবার বার্ষিকের বাকি বিষয়ের পরীক্ষাগুলো নেওয়া হচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের অষ্টমসহ অন্যান্য শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে। মাহবুবা শারমিন ও নওরিন জাহান নামের অষ্টম শ্রেণির দুই ছাত্রী বলে, জেএসসি পরীক্ষার পর বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ায় তারা মানসিকভাবে অসুস্থ বোধ করছে।

আজ বুধবার অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবে। বিদ্যালয়টিতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ৩৪২ জন। অষ্টম শ্রেণির এসব শিক্ষার্থীর একেকজনের কাছ থেকে বার্ষিক পরীক্ষার ফি বাবদ ৩৫০ টাকা নেওয়া হয়েছে।

এক ছাত্রীর মা বলেন, জেএসসি পরীক্ষার পর অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা না নিতে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা মানেনি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা না করেই অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই পরীক্ষা বাতিল ও পাঠ্যসূচির বাইরে বই না পড়াতে সব শিক্ষক একমত রয়েছেন।

এদিকে বিদ্যালয়টির প্রায় সব শ্রেণিতেই সরকার অনুমোদিত বইয়ের বাইরে অতিরিক্ত বই শিক্ষার্থীদের পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের।